সচেতনতা'—প্রভৃতি বর্গকে ব্যবহার করে 'Woman' বা 'নারী' ধারণাকে প্রকৃতিগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে (essentialize) চেয়েছেন।

এই নিবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীবাদের প্রধান ধারাগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ, উত্তর-আধুনিক নারীবাদ এবং পরিবেশবাদী নারীবাদ—যা নারীবাদ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও চর্চারই ফলশ্রুতি। আলোচ্য গ্রন্থের অন্য নিবন্ধে ইতিমধ্যেই মনস্তাত্ত্বিক নারীবাদ এবং উত্তর-আধুনিক নারীবাদ আলোচিত, তাই বর্তমান নিবন্ধ অর্থাৎ নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা'র পরিসমাপ্তি ঘটাবো পরিবেশপ্রধান নারীবাদ এর ওপর আলোকপাত করে।

পরিবেশ প্রধান নারীবাদ

ইংরাজীতে নারীবাদের অন্যতম ধারা হিসাবে "Ecofeminism" স্বীকৃতি পেয়েছে গত শতকেই। Ecofeminism এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'পরিবেশ প্রধান নারীবাদ—কারণ এই ধারায় পরিবেশ-ভাবনা ও নারীবাদ এই দুটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে 'Ecofeminism' শব্দটি ১৯৭০এর দশকে প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী নারীবাদী ফ্রাঁসোয়াজ দোবান। এখানে উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে দোবান "Ecology, Feminism Centre" গড়ে তোলার অংশ হিসেবে "Ecofeminism" সম্পর্কিত প্রকল্প গঠন করেন। এর ঠিক দু'বছর পরে ১৯৭৪ সালে ইউব্যনের সাড়া-জাগানো গ্রন্থ *"Feminism or Death"* প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই "Ecofeminism" শব্দটি ব্যবহার করে তিনি বলেছেন, পরিবেশবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর মধ্যেই রয়েছে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। তাঁর নিজের ভাষায়, "The planet placed in the feminine will flourish for all".[১৯]

তবে 'ইকোফেমিনিজম্' বা বাংলায় যাকে বলা হচ্ছে 'পরিবেশপ্রধান নারীবাদ'—তার উদ্ভব ও বিকাশকাল হিসাবে ১৯৭০-এর দশক চিহ্নিত হলেও, এই ধরনের নারীবাদের উৎস নিহিত ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। সেই যুগের সমাজে প্রকৃতির দেবী—"GAIA" অর্থাৎ জীবনদাত্রী এবং সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে পূজিতা হতেন। প্রকৃতির দেবী বা GAIA পরিপ্রেক্ষিত থেকেই প্রকৃতিকে নারীর সঙ্গে এক করে দেখা হয়। কিন্তু ঐতিহ্য বা অতীত ইতিহাসের দিক থেকে পরিবেশ প্রধান নারীবাদের একটি সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট থাকলেও, একই সঙ্গে একটি তত্ত্ব ও প্রায়োগিক কর্মকান্ড হিসাবে নারীবাদের আলোচ্য ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিগত শতকের সত্তরের দশকে।

পরিবেশ প্রধান নারীবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হলো, প্রথমত, পিতৃতান্ত্রিক ধারণায় নারীকে প্রকৃতির সাপেক্ষে এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাপেক্ষে চিহ্নিত করা হয়। ভাবা হয়, সংস্কৃতির অবস্থান যেহেতু প্রকৃতির থেকে উচ্চমর্যাদায়, তাই পুরুষ নারীর থেকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, নারীর ওপরে যেভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, নিপীড়ন চালানো হয় অনুরূপভাবে প্রকৃতিও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়নের শিকার হয়। তৃতীয়ত, মনে করা হয় নারী ও প্রকৃতির ওপরে শোষণ ও নিপীড়ন চালানোর মধ্যে যেহেতু সাদৃশ্য আছে, তাই নারী প্রকৃতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পরিশেষে, নারীবাদী আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন উভয়েরই উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাদৃশ্য আছে। দু'ধরনের আন্দোলনই চায় সাম্যভিত্তিক ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

Scanned with CamScanner

পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক মারিয়া মীজ এবং বন্দনা শিবা তাঁদের লেখা "*Ecofeminism*" গ্রন্থে (১৯৯৩) পরিবেশবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নারীর ভূমিকাকে যুক্ত করে তাঁদের অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের মতে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশাত্মক প্রবণতার ভিত্তি হচ্ছে যুগপৎভাবে নারী ও প্রকৃতির ওপরে ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস। এই ধরনের প্রবণতা, সাম্প্রতিককালে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও আধুনিকীকরণের জন্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতি হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমশ অবনমন।[২০]

নারী এবং প্রকৃতি বা পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান সাযুজ্য বা সাদৃশ্যের বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে মারিয়া মীজ এবং বন্দনা শিবা তাঁদের গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে সারা পৃথিবীতেই পরিবেশের বিষয়ে নারীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন দেশের নারীরা তাদের ভাষাগত বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও পরিবেশরক্ষা আন্দোলনে সাড়া দিয়েছেন এবং শামিল হয়েছেন প্রতিবাদে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীতে কৃষক রমণীরা পরমাণু-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। ভারতে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে মেধা পাটকরের ভূমিকার কথাও উল্লেখযোগ্য। পরিবেশরক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের এই আন্দোলনগুলিই "ইকোফেমিনিজমের" ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

এখানে উল্লেখ্য, বিগত শতকের সত্তরের দশকে পরিবেশপ্রধান নারীবাদের ওপর গভীরভাবে আলোকপাত করেন পশ্চিমী দেশগুলির শ্বেতাঙ্গ মহিলারা। পরবর্তী দশকে অর্থাৎ আশির দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে এই পরিবেশ সচেতনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক বন্দনা শিবা 'পরিবেশপ্রধান নারীবাদের' ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মারিয়া মীজ ও বন্দনা শিবা তাঁদের গ্রন্থ "*Ecofeminism*" এ পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিকতা কীভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশল গ্রহণ করছে, সেই বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। বন্দনা শিবা তাঁর গ্রন্থ "*Staying Alive*" (১৯৮৯) এ তৃতীয় বিশ্বের নারীদের সপক্ষে বলেছেন, "তৃতীয় বিশ্বের নারীরা মানুষের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বেঁচে থাকার মূল প্রশ্নটিকে উপস্থাপন করেছেন। সবাইয়ের জীবনধারণের সুরক্ষার সুযোগবৃদ্ধি করে তারা প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেকার নারীবাদী আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করতে চান, যার মাধ্যমে প্রকৃতির সংরক্ষণকারী ও দানকারী প্রবণতা বজায় থাকে।" এই গ্রন্থেই শিবা জানিয়েছেন, পরিবেশ ও নারী সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রেরণা হিসাবে প্রায় শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত বহু নারী।[২১]

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, বন্দনা শিবার নারী ও পরিবেশ সম্পর্কিত অভিমত তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনায় বলা হয়েছে, বন্দনা শিবা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "*Staying Alive*"-এ ভারতে জাত ব্যবস্থার বিষয়ে কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি। কিন্তু এই বিষয়টি সুবিদিত যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ ও শ্রেণি ধারণার সঙ্গে জাতব্যবস্থার একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।[২২] এই বিষয়ে গ্যাব্রিয়েল ডিয়েট্রিচ মন্তব্য করেছেন, বন্দনা শিবা এবং মারিয়া মীজ উভয়েই পশ্চিমী, আধুনিক ধারণার মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রকে দেখতে চেয়েছেন, ফলে তাদের আলোচনায় ভারতে

Scanned with CamScanner

জাতব্যবস্থা ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান সংযোগকে তারা উপেক্ষা করেছেন।[২৩]

ভারতে নারীবাদী পরিবেশ তাত্ত্বিকেরা পরিবেশ প্রধান নারীবাদের যে পশ্চিমী, প্রবরবাদী চরিত্র নির্মাণ করেছেন তারই প্রতিস্পর্ধা হিসাবে গড়ে ওঠেছে "Organic Womanism" বা " জৈবিক নারীবাদের" বিষয়। লক্ষণীয় এখানে 'নারীবাদের' পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে "Womanism" নামক বর্গ, যা জনপ্রিয় হয়েছে প্রধানত আফ্রিকার নারীবাদীদের দ্বারা। "ইকোফেমিনিজমের" সীমাবদ্ধ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে আফ্রিকার নারীবাদীরা "Womanism"-কে একটি সম্প্রসারিত ধারণা হিসেবে তুলে ধরেন। ভারতে, পরিবেশ-ভাবনার মধ্যে জাতব্যবস্থা এবং দলিত ও আদিবাসী রমণীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যেই "Organic Womanism" বা "জৈবিক নারীবাদের" ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধারণা অনুসারে, "Ecofeminism" এর "Eco" শব্দটি একটি পৌরুষব্যঞ্জক বর্গ, কারণ "Eco" শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ "Oikos" থেকে—যার অর্থ হলো "গৃহস্থ"। "Oikos"-এর ধারণার মধ্যে নিহিত হয়েছে গ্রীকদেশের পিতৃতন্ত্রের একটি প্রাচীন চিন্তা-ভাবনা। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে প্রায় সারবাদী (essentialist) পরিচিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'পরিবেশ প্রধান নারীবাদ'—হয়তো পরোক্ষভাবে 'নারী ও "গৃহস্থ" (পুরুষ অর্থে)র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যেই প্রয়াসী, ফলে "পরিবেশ প্রধান নারীবাদ' নিজস্ব আদর্শ বা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। গৃহস্থালীর দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে নারীর যে "স্বাভাবিক" দায়িত্বের কথা এই ধরনের নারীবাদ তুলে ধরতে চায়, তা শেষ পর্যন্ত নারীকে "গৃহবধূ" ইমেজের চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক ফাঁদের দিকেই ঠেলে দেয়। 'পরিবেশ-প্রধান নারীবাদের' এই সারবাদী প্রবণতাকেই বিরোধিতা করে 'জৈবিক নারীবাদ' (Organic Womanism), এবং তার আলোচনার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় দলিত, আদিবাসীসহ নিম্নবর্গের নারীদের, যারা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ভূমি বা প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ায় রত।

উপসংহার

এই নিবন্ধে নারীবাদের প্রধান প্রধান ধারাগুলি আলোচিত হলো। আলোচনার বাইরে থেকে গেল হয়তো আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া, নারীবাদকে নিয়ে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে যেভাবে চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে, তার ফলে নারীবাদের আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত হচ্ছে, নারীবাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ। আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নারীবাদকে নতুনতর মাত্রা যোগ করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও করা হচ্ছে। হয়তো সেসব বিষয় নারীবাদের মূল ধারার সঙ্গে আলোচিত হবে আগামী দিনে।

Scanned with CamScanner